দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যালে আবার ভাইভা ত্রাস কেন? ফের দুর্নীতির বীজ!

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে সেখানে দেশের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ এ বছর থেকে নতুন করে বপন করেছে দুর্নীতির বীজ। দেশের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাইভা নামের আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে মেডিক্যালে ভর্তির ক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটসহ দেশের প্রায় সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতিনির্ভর মৌখিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়া হলেও মেডিক্যাল কলেজে নতুন করে ভাইভা চালু করায় ভর্তি প্রক্রিয়ায় পাঁচ বছর (২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

মেডিক্যালে আবার (প্রথম পাতার পর)

পর আবারও দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ঢুকে পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে দেশের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের চুলচেরা পরিচ্ছন্ন ভর্তি প্রতিযোগিতায় অসৎ রাজনীতির কালো থাবা অন্তরায় হবার বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

এদিকে আগামী ১৮ জানুয়ারি একইদিনে মেডিক্যাল ও বিআইটিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ হওয়ায় উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। তাদের দাবি যে কোন একটি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন। এদিকে বিআইটি পরীক্ষা কমিটি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেও এখনও কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। দেশের ১৩টি মেডিক্যালে গত শনিবার থেকে ভর্তি ফরম দেয়া শুরু হয়েছে। ফরম সংগ্রহ করতে গেলে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল ছাত্র সংসদের নামে সরকারী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা এক শ' টাকা করে আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো মেডিক্যালের পরিচিতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা একটি প্রসপেক্টাস বের করেছে। এই প্রসপেক্টাসের মূল্য বাবদ এক শ' টাকা রাখা হচ্ছে। একজন ফরম গ্রহণকারী অভিভাবক বলেন, এটা এক ধরনের চাঁদাবাজি। কারণ সবাইকে এটা এক শ' টাকা দিয়ে নিতে হচ্ছে। কারও দরকার না হলেও এটি বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হলে তা চাঁদাবাজির পর্যায়ে পড়ে বলে তিনি জানান।

দেশের সেরা ও নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে ভর্তি প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একে একে মৌখিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হঠাৎ করে মেডিক্যালে ভর্তির ক্ষেত্রে কুড়ি নম্বরের ভাইভা টেনে আনা হয়েছে। মোট দুই শ' নম্বরের মধ্যে আশি নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং কুড়ি নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে এ বছর। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা চার ভাগ এবং এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ছয়ভাগ গ্রহণ করে আরও এক শ' নম্বরের মান বের করা হবে। আগের সব নিয়ম বহাল থাকলেও এ বছর কেবল নতুন করে ভাইভার প্রচলন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে একজন পরীক্ষার্থীর এসএসসি এবং এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা চার ও ছয়ভাগ নিয়ে এবং এক শ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা হতো। গতানুগতিক ভাইভা থাকলেও কোন নম্বর ছিল না এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণকে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করেই ভর্তি করা হতো। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হলেই ভর্তির বিষয়টি ছিল নিশ্চিত। যেহেতু মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েরা অংশ নেয় সেহেতু দশমিক এক বা দুইয়ের ওপরও চান্স পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে। আর সেখানে মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর থাকার অর্থ একজন ছেলে বা মেয়ে যত মেধাবীই হোক না কেন তার ভর্তির ব্যাপারটি কেবল মৌখিক পরীক্ষার ওপর ছেড়ে দেয়া। দীর্ঘদিন ধরে একটি মহল এটি করার চেষ্টা করে আসছিল। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আগের নিয়মে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোন সুযোগ ছিল না। এখন মৌখিক পরীক্ষার সুযোগে ফেয়ার ভর্তি কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এক প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তা বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত যে সভায় করা হয় সেখানে শিক্ষকদের কয়েকজন প্রবল দাবি তোলেন ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের হাতে অন্তত কিছু ক্ষমতা রাখার জন্য।

এদিকে একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সারা বছর আমরা ছেলেমেয়েদের পড়াই, এজন্য কেমন ছাত্র নেয়া হচ্ছে তা একটু দেখেশুনে যাচাই করে নিতে চাই। এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সুযোগ থাকলেও তা চর্চার সুযোগ কম বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিগত সরকারের আমলেও মেডিক্যাল শিক্ষকদের একাংশের দাবি ছিল ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতা শিক্ষকদের হাতে রাখা। তখন সরকার মেধাবীদের ভর্তি দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য কোনরকম ঝুঁকি নেয়নি। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুযোগসন্ধানী কিছু শিক্ষক সামান্য ক্ষমতার নামে ভর্তির আসল ক্ষমতাই কুক্ষিগত করেছে। কারণ মৌখিক পরীক্ষায় কুড়ি নম্বরের মধ্যে এক বাড়িয়ে দেবার অর্থ পাঁচ শ' বা একহাজার জনের আগেপিছে চলে যাওয়া। আর এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা হওয়ায় মেধাবীদের মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। ভর্তির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে মৌখিক পরীক্ষা নামের প্রহসন। বছর পাঁচেক আগে যখন ভাইভা নামের প্রহসন মেডিক্যালে ভর্তির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে তখনই উঠিয়ে দেয়া হয় এ ধরনের পরীক্ষা। তখন এমনও নজির সৃষ্টি হয় যে, মেডিক্যালগুলোতে ভাইভায় কোন মেডিক্যাল কত বেশি নম্বর দিবে সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। বরিশাল মেডিক্যালে ২০ নম্বরের ভাইভায় ১৮ বা ১৯ নম্বর দেবার ঘটনাও ঘটে। রাজনীতি, অর্থ এবং স্বজনপ্রীতির কাছে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল তখনকার আমলের ভাইভা। মেডিক্যালে ভর্তি প্রক্রিয়া পাঁচ বছর পর ঠিক একই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন একটি মেডিক্যালের অধ্যক্ষ। ঢাকার বাইরের এই অধ্যক্ষ বললেন, আমার মতো নিরীহ যে দু'চারজন শিক্ষক আছেন তাঁরা চান না ভাইভা নামের দুর্নীতি ভর্তি প্রক্রিয়ায় আবার ভর করুক।

জানা যায়, এ বছর ১৩টি সরকারী মেডিক্যালে মোট ১৪শ' ৫০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে। এর মধ্যে জাতীয় মেধা ভিত্তিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা একহাজার পনেরো জন এবং জেলা কোটায় শতকরা ৩০ ভাগ বা চার শ' পঁয়ত্রিশজনকে ভর্তি করা হবে।